সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প দূর করা জরুরি

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী

ফিরে দেখা ২১ আগস্ট

২০০৪ সালের ২১ আগস্টের নৃশংস গ্রেনেড হামলা স্মরণ করা নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। সেই দিনের জঙ্গি হামলার ১৮ বছর পর আজকের বাংলাদেশ কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে– তা আলোচনার দাবি রাখে। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ছাপিয়ে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হামলাও তার নিরিখে দেখার অবকাশ আছে। সেদিন শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাবেশে চালানো হয় নজিরবিহীন হত্যাযজ্ঞ। দেশজুড়ে জঙ্গি কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে ওই দিন বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার ঘটনায় আন্তর্জাতিকভাবেও দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। সেই জনসভায় তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের সময় প্রকাশ্যে যেভাবে গ্রেনেড হামলা হয়, তাতে নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। ওই হামলায় অলৌকিকভাবে শেখ হাসিনা বেঁচে গেলেও দলটির তৎকালীন মহিলাবিষয়ক সম্পাদক ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের স্ত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জন নিহত ও কয়েকশ আহত হন। ওই দিন নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের যোগসাজশ ও পৃষ্ঠপোষকতা এখানে স্পষ্ট। একটি সরকার যখন নিজেই সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে কিংবা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মদদদাতা হয়, তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে– এরই এক দৃষ্টান্ত এই গ্রেনেড হামলা।

ইতিহাসের সেই ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার ১৮তম বার্ষিকী আজ। ২০১৮ সালে দীর্ঘ ১৪ বছর পর ওই গ্রেনেড হামলার রায় প্রকাশ হয়। রায়ে আমরা দেখেছি, 'রাষ্ট্রযন্ত্র' কীভাবে জড়িয়ে পড়ে। রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালতও বলেছেন, 'রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের' সহায়তায় ওই হামলার মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে রাষ্ট্রের যোগসাজশ স্পষ্ট, সেখানে নিরাপত্তার বিষয়ে বলা বাহুল্য। আমরা দেখেছি, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায়ে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, আবদুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, হারিছ চৌধুরীসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এতে স্পষ্ট, সে সময় নিরাপত্তার ভার যাঁদের ওপর ছিল– স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ, এনএসআই, ডিজিএফআইসহ কোনো প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন প্রধানরা তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি। এমনকি এ ঘটনার পরও সে সরকার তদন্তের নামে 'জজ মিয়া নাটকের' অবতারণা করে, যা পরে একটি দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র বলে প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গ্রেনেড হামলার মতো ভয়ংকর ঘটনা শোকাবহ আগস্ট মাসে আরেক বেদনার জন্ম দেয়। ব্যাপক তদন্তে প্রমাণিত হয়, ২১ আগস্টের সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চালায় হরকাতুল জিহাদের একদল জঙ্গি। ওই নৃশংস হামলায় দেশি-বিদেশি বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন জড়িত ছিল। সংগঠনগুলো হচ্ছে– হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি), কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হিজবুল মুজাহিদীন, লস্কর-ই-তৈয়বা এবং এগুলো সবই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীগোষ্ঠী। তারা তৎকালীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। ঘটনার সঙ্গে বিএনপি সরকারের তৎকালীন উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুর ভাই মাওলানা তাজউদ্দিন, মুফতি হান্নান, কাশ্মীরের হিজবুল মুজাহিদীনের নেতা ইউসুফ ওরফে মাজেদ বাটসহ অনেকে যুক্ত ছিল। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া মুফতি হান্নানসহ জঙ্গিদের জবানবন্দিতে তা উঠে এসেছে। ২১ আগস্টের হামলাসহ জঙ্গিদের বিভিন্ন হামলায় কাশ্মীরি জঙ্গিদের জন্য পাকিস্তান থেকে আসা গ্রেনেডের একটি অংশ ব্যবহৃত হয়েছে বলে তারা আদালতকে জানায়।

২১ আগস্টের হামলার ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, নিরাপত্তা বাহিনীর একটি অংশ ছিল 'বেপরোয়া'। তারা যেন সরকারের ভেতর আরেকটি সরকার। লোভ-লালসার কারণে তারা নিজেদের দায়িত্ব ভুলে গিয়েছিল। জনগণের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে যাঁরা থাকেন, তাঁরাই যখন 'ষড়যন্ত্রে'র অংশ হয়ে ওঠেন, তখন গোটা দেশই হুমকিতে পড়ে। আমরা দেখেছি, ওই ভয়াবহ উভয় ঘটনায় সে সময়কার গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীগুলোর কতিপয় কর্তাব্যক্তিসহ তৎকালীন বিএনপি সরকারের মন্ত্রী ও নীতিনির্ধারকরাও জড়িত ছিলেন।

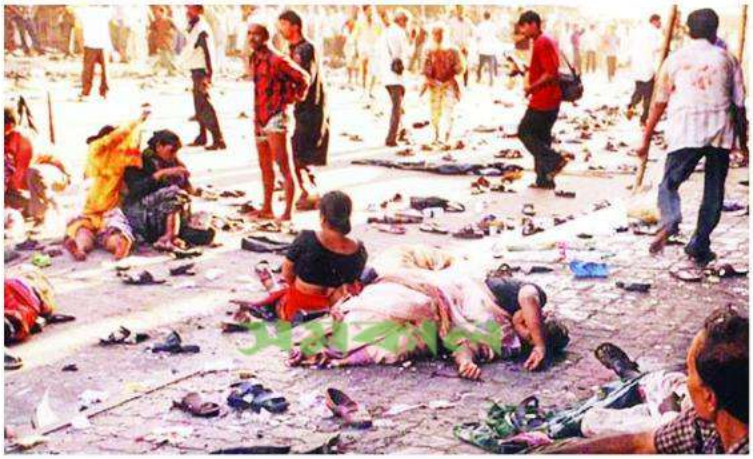

২১ আগস্টের হামলার ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, নিরাপত্তা বাহিনীর একটি অংশ ছিল 'বেপরোয়া'। তারা যেন সরকারের ভেতর আরেকটি সরকার। লোভ-লালসার কারণে তারা নিজেদের দায়িত্ব ভুলে গিয়েছিল। জনগণের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে যাঁরা থাকেন, তাঁরাই যখন 'ষড়যন্ত্রে'র অংশ হয়ে ওঠেন, তখন গোটা দেশই হুমকিতে পড়ে। আমরা দেখেছি, ওই ভয়াবহ উভয় ঘটনায় সে সময়কার গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীগুলোর কতিপয় কর্তাব্যক্তিসহ তৎকালীন বিএনপি সরকারের মন্ত্রী ও নীতিনির্ধারকরাও জড়িত ছিলেন।

বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের ব্যাপকতা কমলেও প্রতিবেশী আফগানিস্তান তালেবানের দখলে থাকায় আমাদের সতর্ক থাকার বিষয় রয়েছে। যদিও আফগানিস্তানে থাকা আল কায়দা নেতা আয়মান আল-জাওয়াহিরিকে সম্প্রতি আমেরিকা হত্যা করেছে। তাদের অনুসারীরা কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। ২০১৬ সালের ১ জুলাই 'হলি আর্টিসান' রেস্টুরেন্টে হামলার ঘটনা আমরা দেখেছি। সেই আক্রমণে আইসিস ভাবধারায় অনুপ্রাণিত নব্য জেএমবি নামে একটি সংগঠনের গুটি কয়েক সন্ত্রাসী দেশি-বিদেশিসহ ১৭ নিরপরাধ ব্যক্তিকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে। এই অভিযানে দু'জন পুলিশ কর্মকর্তাও শহীদ হন। ওই বছরগুলোতে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (পরবর্তী সময়ে আনসার আল ইসলাম) নামে একটি জঙ্গি সংগঠন দেশের বিভিন্ন স্থানে গুপ্তহত্যার মাধ্যমে ভিন্ন মতাবলম্বীদের নিধনে তৎপর হয়। সৌভাগ্যবশত সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জঙ্গিদের মোকাবিলা করে। জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় একদিকে যেমন নিরাপত্তা বাহিনীকে সুসংগঠিত করা হয়, তেমনি দেশজুড়ে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা হয়। বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায় যেন জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়তে না পারে, সে জন্য ব্যাপক গণসচেতনতা চালানো হয়; যা চলমান থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স বা বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এ সূচকে বাংলাদেশের আগে রয়েছে কেবল ভুটান। কিন্তু এ অবস্থানে থেকে আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই। সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সফলতা অর্জন করলেও এখানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা থেমে নেই। মনে রাখতে হবে, সাম্প্রদায়িকতা ধর্মীয় উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশে সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে। নড়াইলে ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে যেমন সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা করা হয়, এর আগে একই প্যাটার্নের হামলা আমরা দেখেছি। গ্রামেও যেভাবে এসব সাম্প্রদায়িক হামলা বিস্তার লাভ করছে, তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। উদ্বেগের আরেকটি কারণ হলো, এসব হামলা হলেও জনগণ তা প্রতিহত করতে এগিয়ে আসছে না। এমনকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এসব হামলার কারণে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে।

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যারা ছড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকা জরুরি। এ ব্যাপারে সরকারকে সজাগ থাকতে হবে। তা না হলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, তা বাধাগ্রস্ত হবে। ২১ আগস্টের বোমা হামলার বার্ষিকীতে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান অব্যাহত রেখে প্রগতিশীলতার পথে আমাদের চলা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় দরকার। একই সঙ্গে দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে সবার এগিয়ে আসা উচিত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সর্বস্তরের মানুষের ভূমিকা প্রয়োজন।

■ **ইশফাক ইলাহী চৌধুরী : নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমডোর; ট্রেজারার, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি**